দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

জনমত

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ

বাংলাদেশের উচ্চতর ডিগ্রী প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম এক প্রতিষ্ঠান হলো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে প্রতিবছর পাঁচশত দশটি ছাত্র প্রথম বর্ষে ভর্তি করা হয়। ভর্তি পরীক্ষায় তিন হাজার পাঁচশত ছাত্র-ছাত্রীকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়। কিন্তু প্রতি বছর এইচএসসি ফলাফলে দেখা যায় যে অন্যান্য বোর্ডের তুলনায় ঢাকা বোর্ড নম্বর এবং গড় সবদিক দিয়েই এগিয়ে থাকে। বিশেষ করে যশোর বোর্ডের ছাত্ররা নম্বরের দিক দিয়ে প্রতি বছরই পিছিয়ে থাকে। আর এই কারণে শত ভাল ছাত্র ঢাকা বোর্ডের ছাত্রদের সাথে নম্বরের সংগতি না রাখতে পেরে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না। এ বিষয়টা কি প্রকৌশল বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা উচিৎ নয়? তাছাড়া উল্লেখ্য, প্রকৌশল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিগত কয়েক বছরের ভর্তি পরীক্ষার সন ও তারিখ বিবেচনা করলে দেখা যায় যে ১৯৮৮ সালে এইচএসসি পাস করেছে তারা ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে পরবর্তী বছরের সেপ্টেম্বর মাসের দিকে। এবং যেসব ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৯১ সালে এইচএসসি পাস করেছে তারা ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে ১৯৯২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর। অথচ ১৯৯২ সালে যারা পাস করেছে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে ১৯৯৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী। এতে হয়তো কিছুটা সময় বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী কি এতে হয়রানির শিকার হয়নি? গরীব এই দেশের কতজন বাবা-মা তাদের ছেলেমেয়েদের কোচিং করাতে ঢাকায় পাঠাতে পারেন যে, তারা সবাই জানতে পারবে পরীক্ষা কখন, কোন সময় হবে? কোনো পরীক্ষা আগানো কিংবা পিছানো হলে দুই/তিন মাস পূর্বেই তার ঘোষণা দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৌশল কর্তৃপক্ষ গত ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সময় কোন পূর্ব ঘোষণাই দেননি। এতে যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শত শত শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি তা মোটেও ভাবেননি? পূর্বাহ্নে যথেষ্ট সময় নিয়েই কি পরীক্ষার ব্যাপারে তাঁদের ঘোষণা দেয়া উচিৎ ছিল না?

আমি দেশের প্রত্যন্ত পল্লী এলাকার একজন ছাত্র হিসাবে প্রকৌশল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাননীয় ভিসিকে সবিনয়ে অনুরোধ করবো, নম্বরের বিশেষ সময়টা একটু বিবেচনা করতে। এবং সেই সাথে আরো অনুরোধ করবো, এ বছর ভর্তি পরীক্ষার তারিখ যদি আরও আগানো হয় অর্থাৎ ফেব্রুয়ারীর আগে নেয়া হয় তবে এখনই তার সঠিক তারিখ দৈনিক পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে ঘোষণা করা হোক।

মোঃ ইসরাইল হোসেন (পার্থ)
আনন্দধাম, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।